কোটচাঁদপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে ৮ জুয়াড়ি আটক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার পারলাট গ্রামের একটি মেহগনি বাগানে অভিযান চালিয়ে জুয়া খেলার সরঞ্জাম, বাংলা মদ ও নগদ টাকাসহ আট জুয়াড়িকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী।

গতকাল মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) রাতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। এ সময় জুয়ার বোর্ডের মালিক হারুনসহ অন্যান্যরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

আকটকৃতরা হলেন কোটচাঁদপুরের সলেমানপুর গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে সেলিম, একই উপজেলার পারলাট গ্রামের ওয়াহাবের ছেলে বাবর আলী, আব্দুল কাদেরের ছেলে আসাদুল হক, ঝিনাইদহ শহরের নতুনকোর্টপাড়ার আইয়ুব মুন্সির ছেলে মো: শাহিন, কালীগঞ্জ উপজেলার হেলাই গ্রামের ফকির আহম্মেদের ছেলে মোঃ রবিউল ইসলাম, একই গ্রামের সাহাজ উদ্দীনের ছেলে মনির উদ্দীন, কোটচাঁদপুর আদর্শপাড়ার মালেক সরদারের ছেলে অমেদুল সরদার ও ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নারায়নপুর গ্রামের নাওশাদ শাহ’র ছেলে আহসান হাবিব।

অভিযানকালে যৌথ বাহিনী ঘটনাস্থল থেকে ১৩ হাজার ৬৫৯ টাকা, জুয়ার ওয়ান টেন বোর্ড, ডার্ক পিন, জুয়ার গুটি, মদ, মোমবাতি, গোলাপ পানি ও বেশ কয়েকটি মোবাইল সেট জব্দ করে।

আটককৃতারা পুলিশকে জানিয়েছেন, ঝিনাইদহের বিপ্লব ও কোটচাঁদপুরের হারুন এই জুয়ার বোর্ডের মালিক। ৫ আগস্টের পর কোটচাঁদপুরের বিভিন্ন গ্রামে এই চক্রটি গোপনে জুয়া খেলা চালিয়ে আসছিল। এসব জুয়ার বোর্ডে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলা থেকে আগত জুয়াড়িরা অংশ নিয়ে থাকে।

কোটচাঁদপুর মডেল থানার ওসি কবির হোসেন মাতব্বর খবর নিশ্চিত করে জানান, আটক জুয়াড়িদের আজ বুধবার সকালে কোর্টে চালান করা হয়েছে।তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা হয়েছে।

৫২ টি মোটরসাইকেল চালককে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে সেনাবাহিনী ও ট্রাফিক পুলিশের যৌথ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে দিকে মহিলা কলেজ মোড় সড়কে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে অর্ধশতাধিক মামলার মধ্যে ২ টি লাইসেন্সবিহীন মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে এবং ১২টি মোটরসাইকেলের চালককে ৯০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এসময় মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের পরিদর্শক মো. ইসমাইল হোসেন বলেন, সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী বিভিন্ন যানবাহনে কাগজপত্র তল্লাশি করে। অভিযানে প্রায় ১২টি গাড়ির মালিককে ৯০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে মেহেরপুরে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ট্রাফিক অভিযানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৭ আর্টিলারি রেজিমেন্টের ওয়ারেন্ট অফিসার জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনীর টিম ও ট্রাফিক পুলিশের টিম উপস্থিত ছিলেন। পরে মেহেরপুর সদর থানার ওসি আমানুল্লাহ আল বারীর নেতৃতে পুলিশের একটি টিম হেলমেট বিহীন যারা রাস্তায় মোটরসাইকেল নিয়ে বের হয়েছিল তাদেরকে সতর্ক করেন এবং সড়ক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে হেলমেট পরিধান করে ও বৈধ কাগজপত্র সাথে রেখে মোটরসাইকেল চালানোর জন্য আহ্বান জানান।

এছাড়াও বিকেল ৫টার সময় কলেজ মোড়ে ৪০ টি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে ড্রাইভিং লাইসেন্স হেলমেট ও রেজিস্ট্রেশন বিহীন চালকদের ৫৯ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সর্বমোট এক লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

মুজিবনগরে অনলাইন জুয়াড়ির বাগান বাড়িতে যৌথ বাহিনীর অভিযান আটক ৪

মুজিবনগর এলাকার শীর্ষ অনলাইন জুয়াড়ির বাগান বাড়িতে অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী।

আটকরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের আওয়ামীলীগ নেতা রফিকুল ইসলাম রফা গাইনের ছেলে এলাকার শীর্ষ অনলাইন জুয়াড়ি মোঃ শাহরিয়ার আজম পরাগ (৩০), রায়হান আলীর ছেলে মুস্তাফিজুর রহমান (৩৫), ভবানীপুর গ্রামের উকিল শেখের ছেলে মোঃ সন্তোষ (৩২) ও শিবপুর গ্রামের আইর উদ্দিনের ছেলে রিপন (২৭)।

এসময় তাদের কাছ থেকে পাঁচটি এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন, ৩ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল, ১০০ গ্রাম গাঁজা ও ৩ টি গাঁজা খাওয়ার কল্কি জব্দ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) দিবাগত মধ্যরাতে যৌথবাহিনির একটি টিম শিবপুর গ্রামের কুশকরালী মাঠে অনলাইন জুয়াড়ি লিপুর বাগান বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যৌথবাহিনীর একটি দল ওই বাগান বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযানে চার ব্যক্তি আটক হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে পাঁচটি এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন, ৩ বোতল ফেনসিডিল ১০০ গ্রাম গাঁজা ও ৩ টি গাঁজা খাওয়ার কল্কি জব্দ করা হয়েছে। তবে, তাদের মোবাইল ফোন চেক করে অনলাইন জুয়ার তথ্য মেলেনি। আটকদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দর্শনায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে ৭২৪ লিটার মদসহ গ্রেফতার ৩

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌরসভার আনোয়ারপুরে যৌথবাহিনীর অভিযানে ৭২৪ লিটার রেকটিফাইট স্পিরিটসহ (মদ তৈরির কাঁচামাল বা উপকরণসহ) যুবদল ও শ্রমিক দলের তিন মাদককারবারিকে গ্রেফতার করেছে ।

আজ মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) ভোররাতে দর্শনার থানার আনোয়ারপুর হঠাৎ পাড়া থেকে তাদের ৩জনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের সদস্য আমিনুল ইসলাম
(৪৫) দর্শনার আনোয়াপুর এলাকার মৃত সোনা মিয়ার ছেলে, জেলা যুবদলের সদস্য কিতাব আলীর ছেলে মিতুল (৪২) একই এলাকার নৃর মিয়ার ছেলে আলীর ছেলে ও শফিকুল ইসলামকে (৩৫)৭২৪ লিটার বাংলামদসহ তাদেরকে গ্রেফতার করে।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিরিন আক্তার ও ৫৫ পতাদিক ডিভিশনের সার্জেন্ট মাসুদের নেতৃত্বে যৌথবাহিনীর সদস্যরা চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার আনোয়ারপুর হঠাৎপাড়ায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় যৌথবাহিনী তিন মাদককারবারীর ভাড়া বাসা থেকে ৭২৪ লিটার রেকটিফাইট স্পিরিট (মদ তৈরির কাঁচামাল ও উপকরণ) উদ্ধার করে। যৌথবাহিনী গোপন সংবাদে জানতে পারে দর্শনা আনোয়ারপুর হঠাৎ পাড়ায় ভেজাল মদ তৈরির জন্য বিপুল পরিমাণ স্পিরিট ওই বাড়িতে মজুদ রেখে ভেজাল মদ তৈরি করছে। এসব রেকটিফাইট স্পিরিট ও বাংলা মদ কেরু এন্ড কোম্পানী থেকে সংগ্রহ করেছে বলে তারা জানায়।

চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিরিন আক্তার জানান, গ্রেপ্তারকৃত তিন মাদককারবারীর বিরুদ্ধে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেছেন।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, এ ঘটনায় মাদক আইনে দর্শনা থানায় মামলা হয়েছে যার মামলা নং ৬।